যায়যায়দিন

তারিখ 29 JAN 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

আবারও উত্তপ্ত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান

শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ দ্রুত ফিরিয়ে আনুন

অল্প কয়েকদিন শান্ত থাকার পর আবারও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছাত্রলীগকে সতর্ক করে দেয়ার পর কিছুদিন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শান্ত থাকলেও গত ২৭ জানুয়ারি আবার নতুন করে ঢাকার অন্তত চারটি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উত্তপ্ত হয়ে উঠে। এরমধ্যে ইন্দেরিয়াল ও ঢাকা কলেজের ছাত্রদের মধ্যে সংঘর্ষে দশ জন আহত ও সড়ক অবরুদ্ধ হয় এবং তেজগাঁও পলিটেকনিক কলেজের ছাত্ররা বাস ভাড়া নিয়ে বিরোধে রাস্তা অবরোধ করে রাখে। এই তিন প্রতিষ্ঠানের বাইরে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটে সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থা।

হল উদ্ধার, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক স্থানান্তর ও শিক্ষা ফি কমানো- এ তিন দফা দাবিতে আন্দোলনকালে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশ ও ছাত্রদের মধ্যে সংঘর্ষে পুরো সদরঘাট এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। সংঘর্ষ চলাকালে উপর্যুপরি ইট-পাটকেল, টিয়ার শেল, রাবার বুলেট নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। দিনভর দফায় দফায় সংঘর্ষে ছাত্র, পুলিশ ও সাংবাদিকসহ শতাধিক ব্যক্তি আহত হন। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে।

আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের সমর্থনে হল উদ্ধার আন্দোলন কমিটির ব্যানারে ছাত্ররা মিছিল বের করলে পুলিশের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ বাধে। এ ঘটনায় ছাত্রলীগ সভাপতি কামরুল হাসান রিপন ও সাধারণ সম্পাদক গাজী আবু সাঈদ ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরকে দায়ী করে বলেন, নিয়মতান্ত্রিক সব আন্দোলনে ছাত্রলীগ সমর্থন দেবে। তবে কোনো ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে সমর্থন দেয়া হবে না। তারা অভিযোগ করেন, সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে এটা বিএনপি-জামায়াতের ষড়যন্ত্রের অংশ। ছাত্রলীগ এ ষড়যন্ত্র সফল হতে দেবে না।

জানা গেছে, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ঘটনা ঘটেছে তার মূলে ছিল হল উদ্ধার, ছাত্রদের আবাসনের জন্য লিজ এবং নিজস্ব জায়গায় প্রতিষ্ঠা করা ১২টি ছাত্রাবাস দীর্ঘদিন ধরে কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তির দখলে আছে। বেহাত হয়ে যাওয়া এ সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য এখন পর্যন্ত কোনো সফল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। অভিযোগ আছে, তৎকালীন কর্তৃপক্ষের অনীহার কারণে হলগুলো দখল করেছে ভূমি জালিয়াতি চক্রের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা। এখন সেই হল উদ্ধারে ছাত্রলীগ এবং তারা সক্রিয় হওয়ার পরপরই হল উদ্ধার আন্দোলন কমিটির ব্যানারে যে মিছিল হয়, সে মিছিলের জের ধরেই বন্ধ হয়ে যায় শতাব্দীর প্রাচীন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।

একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ধরনের অবকাঠামোগত সুবিধা থাকা দরকার তা কোনো সময়ই ছিল না জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে। পুরনো ঢাকার আনাচে-কানাচে যে হলগুলো এক সময় গড়ে উঠেছিল তা দখল হয়ে গেছে অনেক আগেই। ৩৭ হাজার ছাত্রছাত্রী মেসে, বাসা-বাড়িতে থেকে শিক্ষা কার্যক্রম চালাচ্ছিল দীর্ঘদিন থেকেই। ক্যাম্পাসে নেই কোনো বিনোদনের ব্যবস্থা, সর্বত্রই একটা থিক্কি অবস্থা। এর ওপর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় বুকের ওপর দাঁড়িয়ে আছে বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি ভবন। এই ভবনটিকে বাইরে থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন বলে ভ্রম হলেও এটি আসলে বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি শাখা। এ ভবনটিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের মূল ভবনে স্থানান্তর করা যায় অনায়াসেই। কিন্তু কোনো সরকারই এ পদক্ষেপটি নেয়নি।

আশ্চর্যের বিষয় হলো জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৭ হাজার ছাত্রছাত্রীর জন্য কোনো ছাত্রাবাস নেই। পুরনো ঢাকার যানজট পেরিয়ে দূর দূরান্ত থেকে যে ছাত্ররা ক্লাস করতে আসে তারা ছাত্রাবাস উদ্ধারের দাবিতে আন্দোলন করতেই পারে। কিন্তু সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে পুলিশ এ ঘটনায় যে আচরণ করেছে তা মেনে নেয়া যায় না।

আমরা চাই, কর্তৃপক্ষ দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় খোলার ব্যবস্থা করুক। সেইসঙ্গে অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে যাতে অনভিপ্রেত ও রাস্তা অবরোধ করার মতো নতুন কোনো ঘটনা না ঘটে সেটাও নিশ্চিত করুক।